জনমত গঠনের জন্য
ধারণাপত্র-৭

জলবায়ু পরিবর্তন

দক্ষিণ এশীয় নেতৃবৃন্দকে পদক্ষেপ নিতে হবে এখনই!

মার্চ ২০০৭

১. ভূমিকা

বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি এবং জলবায়ুর পরিবর্তন বর্তমান পৃথিবীতে প্রধান সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিশ্বের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন জীবিকায় যে ঋণাত্বক পরিবর্তন সৃষ্টি হচ্ছে তা সম্ভবত একক বৃহত্তম সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত। দক্ষিণ এশিয়ার ক্ষেত্রে মূলত এই বিষয়টি আরও বেশি প্রযোজ্য। জলবায়ুর পরিবর্তনের প্রভাব দক্ষিণ এশিয়ার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা, খাদ্য নিরাপত্তা, পয়ঃনিষ্কাশন ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে আরও বিপদাপন্ন করে তুলছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বন্যা, খরা ইত্যাদি এমন পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে যে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি কোন না কোনভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে।

ইউএনডিপি ২০০৪ এর তথ্য অনুযায়ী ১৯৮০ থেকে ২০০০ সাল এই বিশ বছরে বন্যা, খরা ইত্যাদি বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রায় ১.২ মিলিয়ন লোক প্রাণ হারিয়েছে এবং প্রায় ৯০০ বিলিয়ন ডলার মূল্যের সম্পদের ক্ষতি হয়েছে। পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট বিভিন্ন অসুখ বিসুখে প্রতি বছর মারা যাচ্ছে আরও প্রায় ১ মিলিয়ন মানুষ, যার অধিকাংশই শিশু। এই বিশাল ক্ষয়ক্ষতির বেশিরভাগই ঘটছে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে।

সুতরাং বলা যায় যে, জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি হ্রাস দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর জন্য একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ, পাশাপাশি দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর জলবায়ু পরিবর্তনের এই ঝুঁকি কাটিয়ে উঠার সক্ষমতা সৃষ্টির জন্য কার্যকর সহায়তা প্রদান করা বিশ্বসম্প্রদায়ের জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপর্ণ ।

২. জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী কারা ?

২০০১ সালের Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) এর প্রতিবেদন অনুযায়ী স্বীকার করা হয় যে, মানব সৃষ্ট বিভিন্ন ধ্বংসাত্মক কার্যক্রমই জলবায়ুর উষ্ণতা বৃদ্ধির প্রধান কারণ। এর মধ্যে সাধারণত তাপ উৎপাদনকারী বা গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরনকেই প্রধান হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। গ্রিন হাউস গ্যাস বলতে সাধারণত প্রাকৃতিক কয়লা, যার মাধ্যমে কার্বন ডাই অক্সাইড নিঃসরণ হয়, খনিজ তেল, মিথেন, নাইট্রিক অক্সাইড ইত্যাদির ব্যবহারকে বোঝানো হয়। পরিবেশকে বিপদাপন্ন করে তোলার প্রধান কারণ হিসাবে বহু পূর্বেই ধরিত্রী সম্মেলনে (রিও ডি জেনেরিও, ব্রাজিল, ১৯৯২) উন্নত দেশগুলোর গ্রিন হাউস গ্যাস তৈরি এবং নির্গমনকে চিহ্নিত করা হয়েছিল।

বিশ্বব্যাপী গ্রিন হাউস গ্যাস (CO_2) নিঃসরণের মাত্রা

ইউ এস এ	-	২৪.৪ %
ই ইউ	-	১৫.৩ %
চীন	-	১৪.৫ %
রাশিয়া	-	৫.৯ %
শ্রীলঙ্কা	-	< ০.১ %
নেপাল	-	< ০.১ %
বাংলাদেশ	-	০.১ %
পাকিস্তান	-	০.৫ %
ভারত	-	৫.১ %

সূত্রঃ CO_2 Emission Report. 2005

২০০৫ সালের IPCC এর প্রতিবেদন অনুযায়ী এখনও পশ্চিমা দেশগুলো গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমনের ক্ষেত্রে শীর্ষে (প্রায় ৮৫%) অবস্থান করছে।

তাদের এ ধরনের কর্মকান্ডের ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা আশংকাজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এর প্রভাবে উত্তর মেরু অঞ্চলের বরফ গলে গিয়ে সাগরের উচ্চতা বৃদ্ধি করছে। প্রতিবেদনে আরও বলা হচ্ছে যে, গত এক শতাব্দী ধরে সারা পৃথিবীতে গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে ০.৬০ সেন্টিগ্রেড, যার দুই-তৃতিয়াংশই বৃদ্ধি পেয়েছে ১৯৭৫ পরবর্তী সময়ে। বর্তমানে যদি তাপমাত্রা বৃদ্ধির এ হার চলতে থাকে তাহলে একুশ শতকের শেষে বিশ্বের গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে পারে ১.৫০ -৬০ সেন্টিগ্রেড যার ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে ১৫-৩৫ সেন্টিমিটার।

৩. দক্ষিণ এশিয়ায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

জলবায়ুর এই পরিবর্তনের ফলে দক্ষিণ এশীয় দেশগুলো ক্ষতিগ্রস্থ হবে খুব বেশি এবং তার প্রভাব হবে সুদূরপ্রসারী। যেমন, বাংলাদেশের ১৭টি জেলা বিস্তীর্ণ সমূদ্র উপকূলভাগে অবস্থিত। বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন অনুযায়ী জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এ উপকূলীয় জেলাগুলোতে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা প্রতি বছর ৫.১৮ মিলিমিটার করে বৃদ্ধি পাচ্ছে যা ২০৫০ সালের মধ্যে ৮৫ সেন্টিমিটার পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে। ফলে বাংলাদেশর ১৫-১৭% উপকূলীয় এলাকা সাগরে তলিয়ে যাবে এবং ২০-৩০ মিলিয়ন জনগোষ্ঠী বাস্তুহারা হবে। এত লোকের পুনর্বাসন করা বাংলাদেশের পক্ষে কোনভাবেই সম্ভব নয়।

জলবায়ু পরিবর্তন এবং উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে তলিয়ে যেতে পারে ভারত মহাসাগরের দ্বীপরাষ্ট্র মালদ্বীপও। উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে ভারতের বহু এলাকা বিশেষ করে হরিয়ানা, গুজরাট, রাজস্থান, শ্রীলঙ্কার দক্ষিণাঞ্চল এবং বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে মরুকরণ প্রক্রিয়া

›› ভেতরের পাতায়

শুরু হয়েছে এবং এ মরুকরণ প্রক্রিয়া এ অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর দারিদ্র বৃদ্ধিতে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখছে।

উত্তরাঞ্চলে মরুকরণ প্রক্রিয়া রোধ করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশকে প্রতি বছর প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে যে অর্থ বাংলাদেশকে আনতে হচ্ছে ঋণের মাধ্যমে।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ইতোমধ্যেই দ্বীপসহ সামুদ্রিক নিম্নাঞ্চল তলিয়ে যাওয়া, পরিবেশগত রিফিউজি, উপকূলীয় অঞ্চলসমূহে লবণাক্ততা বৃদ্ধি, মরুকরণ, নদীভাঙ্গন এবং সাইক্লোন ইত্যাদি বৃদ্ধি পাওয়া শুরু হয়েছে।

৪. আমাদের অবস্থান

এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, পরিবেশ ধ্বংসের জন্য দায়ী শিল্পোন্নত দেশগুলো, কারণ কিয়োটো চুক্তি অনুযায়ী ধনী দেশগুলো প্রতিবছর ১৫% হারে গ্রিন হাউস গ্যাস কমানোর প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছিল এবং ২০০৮ সালের মধ্যে তা ৫% এর মধ্যে নামিয়ে আনার কথা ছিল, কিন্তু তারা সেটা করতে ব্যর্থ হয়েছে। সেক্ষেত্রে তাদের সৃষ্ট সমস্যা এবং ব্যর্থতার দায়ভার কখনো দরিদ্র দেশগুলো বহন করতে পারে না এবং তা সম্ভবও নয়।

তাছাড়া ধনী দেশগুলো বর্তমান পরিবেশ বিপর্যয়ের জন্য দায় স্বীকার করে ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র দেশগুলোকে তাদের ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছিল (১৯৯২ সালের ইউ এন কনভেনশন অনুযায়ী) কিন্তু তা তারা আজ পর্যন্ত প্রদান করেনি।

সুতরাং আমাদের দাবি হচ্ছে সার্ক সদস্য দেশগুলো উপরোক্ত ক্ষতিপূরণ আদায়ের লক্ষ্যে একই প্লাটফরমে থেকে ঐক্যবদ্ধভাবে পশ্চিমা দেশগুলোর সাথে দরকষাকষি করবে। পাশাপাশি নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বাস্তবায়নে গুরুত্ব দিতে হবে,

ক. উন্নয়নশীল দেশগুলোর উন্নয়ন পরিকল্পনার অংশ হিসাবে জলবায়ুর পরিবর্তনের ঝুঁকি হ্রাসের বিষয়টিকে সমান্তরালভাবে গুরুত্ব দিতে হবে;

খ. জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ এবং দেশসমূহের মধ্যে তা আদান প্রদান করতে হবে;

গ. জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত ঝুঁকি হ্রাসে উন্নয়নশীল দেশগুলোর সক্ষমতা অর্জনে উন্নত দেশগুলো কর্তৃক প্রয়োজনীয় সম্পদ ও কারিগরী সহায়তা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে;

ঘ. পরিবেশবান্ধব কৃষি ব্যবস্থায় প্রয়োজনে সরকারকে ভর্তুকি দিতে হবে;

ঙ. জ্বালানি ব্যবস্থার কার্যকর সমন্বয় করার উদ্দেশ্যে দক্ষিণ এশীয় কমন কার্বন ট্রেড এন্ড একচেঞ্জ প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

সুপ্র সুশাসনের জন্য প্রচারাভিযান Campaign for Good Governance

বাড়ি ১৩/৩, সড়ক ২, শ্যামলী, ঢাকা ১২০৭। ফোন : +৮৮০২-৮১২৫১৮১, ৮১৫৪৬৭৩, ফ্যাক্স : +৮৮০২৯১২৯৩৯৫, ইমেইল : info@supro.org, ওয়েব : www.supro.org

গবেষণা টিম : মো: জাকারিয়া, সৈয়দ আমিনুল হক, বরকত উল্লাহ মারুফ, মো: শামছুদ্দোহা, প্রদীপ রায়, রেজাউল করিম চৌধুরী